ফাতাওয়া নং-৩১০
জমার তারিখ:-১৭/০৫/২৪
লেখার তারিখ:-২৩/০৫/২৪

বরাবর

দারুল ফিক্বহি ওয়ালফাতাওয়া
জামিয়া আরাবিয়া রবিউল উলুম
২নং রোড, পূর্ব রসূলপুর কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।

বিষয়: লেনদেন সম্পর্কিত একটি মাসআলার হুকুম

হযরত মুফতী সাহেব!
সবিনয় নিবেদন এই যে, উপরোল্লিখিত বিষয়ে আমার কিছু প্রশ্ন রয়েছে।
অনুগ্রহপূর্বক শরয়ী দলীল-প্রমাণের আলোকে তার সঠিক সমাধান প্রদান করে ইসলামী জীবনযাপন করতে সহযোগিতা করবেন। প্রশ্ন নিম্নরূপঃ-

প্রশ্ন-#৫২৫২৪

আমি এই প্রশ্নটি এর আগেও একবার করে ক্লিয়ার হতে পারিনি তাই এবার পুরোপুরিভাবে ভেঙে বললাম। মেহেরবানী করে উত্তরটি জানাবেন।
হযরত! একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করার ছিলো।

আমাদের একটি টেলিগ্রাম গ্রুপ আছে। টেলিগ্রাম হলো whatsapp এর মতোই একটি সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম (সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম)। আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে শেয়ার বাজারের বিভিন্ন সম্ভাবনাময় শেয়ার এর বাই সেল (ক্রয় বিক্রয়) সিগন্যাল দিয়ে থাকি। আমাদের গ্রুপের উদ্দেশ্য হচ্ছে কম সময়ের মধ্যে কিভাবে স্টক মার্কেট (শেয়ার বাজার) থেকে প্রফিট করা যায়। আমরা এই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। যে কেউ চাইলে আমাদের গ্রুপে এড হতে পারে। আমাদের গ্রুপের কার্যক্রম দেখতে তারা ৭-১০ দিন ফ্রি ট্রায়ালে থাকতে পারে। এই ৭-১০ দিনের জন্য তাদের কোন পেমেন্ট (মাসিক ফি) প্রদান করতে হয় না। ৭-১০ দিন পর তারা চাইলে পেমেন্ট করে গ্রুপে থাকতে পারে। আমাদের মাসিক সার্ভিস চার্জ ফি ৫০০ টাকা।

১.শরীয়তের দৃষ্টিতে এই কাজটি কি জায়েয হবে কি না?
২.যদি কাজটি আমাদের বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ হয় তাহলে কাজটি করা যাবে কিনা?
যদি না করা যায় তাহলে সেটা কেনো? গণতান্ত্রিক দেশের আইন অনুযায়ী চলা প্রয়োজন? বা আমাদের এই কাজ দ্বারা তো আমরা দেশের ক্ষতি করছি না। তাছাড়া আমাদের দেশ শুধু নামমাত্র ইসলামিক দেশ। এই দেশের নিয়ম অনুযায়ী চলা কতটা যুক্তিসঙ্গত।

باسمه تعالي

ফাতওয়া প্রদান বিচার নয়। বরং ফাতওয়া হলো শরীয়ত কর্তৃক বিধান জানিয়ে দেওয়া মাত্র।

الجواب و بالله التوفيق

(১)কাউকে কোনো কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া বা কারো কোনো বস্তু বিক্রি করে দেওয়ার মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তি থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক গ্রহণ করা/কমিশন নেওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় "সামসারা" (দালালী) বলা হয়। আর নিম্ন বর্ণিত শর্তের সাথে এমন কাজ করা জায়েয রয়েছে।

এই কাজ করতে গিয়ে:-

১. মিথ্যার আশ্রয় না নেওয়া।
২. কাউকে ধোকা না দেওয়া।
৩. পরিশ্রম ছাড়া পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা।
৪. পারিশ্রমিক নির্ধারিত থাকা।
৫. অন্যের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজের চুক্তি না করা।
৬. চুক্তিতে কোনো প্রকার স্পষ্টতা না থাকা।

অতএব প্রশ্নের বর্ণনা মতে আপনারা টেলিগ্রাম এ্যাপসের মাধ্যমে শেয়ার বাজারের যে সকল কোম্পানির শেয়ার বিজ্ঞাপন প্রচার করছেন উক্ত কোম্পানিতে যদি শরীয়ত বিরোধী কোনো নীতিমালা না থাকে অথবা ধোকা ও সুদের মিশ্রণ না থাকে তাহলে এমন কোম্পানির শেয়ার বিজ্ঞাপন প্রচার করে গ্রাহক থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক গ্রহণ করা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয রয়েছে। তবে অবশ্যই উপরোল্লিখিত শর্তসমূহের যথাযথ খেয়াল রাখা একান্ত জরুরী।
উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ লেনদেন করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

(২) শাসক যদি শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজের আদেশ না করেন তাহলে প্রজাদের জন্য শাসকের উক্ত হুকুম পালন করা শরীয়তের আলোকে ওয়াজিব হয়ে যায়। যদিও সেই শাসক বদদ্বীন বা ফাসেক হয়। এব্যাপারে হাদীসে পাকে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের জন্য যদি অত্যন্ত ছোট মাথা বিশিষ্ট কোনো হাবশী গোলামকেও শাসক হিসেবে নির্ধারণ করা হয় তাহলেও তোমরা তার কথা শুনো ও তার আনুগত্য করা।
(বুখারী শরীফ,হাদীস নং-৭১৪৪)
অতএব, শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক নয় রাষ্ট্রীয় এমন আইনসমূহ মেনে চলা প্রজাদের জন্য জরুরী। চাই সেটা বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্থান হোক।
এরপরও যদি কোনো ব্যক্তি নিজের জান মালের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ কোনো লেনদেন করতে চায় তাহলে এক্ষেত্রে শরীয়ত নিষেধ করে না। তবে নিজের বা রাষ্ট্রের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ করার অনুমোদন দেয় না।
(সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৭১৪৪,৭১৪২;তিরমিযী শরীফ-১৩৫২; ই'লাউস সুনান-১৬-২০৮-২০৯;রদ্দুল মুহতার-৯/১৩০-১৩১; আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ-১০/১৫১; মাবসূতে সারাখসী-২০/৩২; আদ্দুররুল মুখতার -৬/৪১৬; কিতাবুন নাওয়াযেল-১২/৪০৬;

শরয়ী দলীলসমূহ

(١)عن عبد الله ﷺ، عن النبي ﷺ، قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
(صحيح البخاري، باب السمع و الطاعة للإمام،رقم الحديث-٧١٤٤ المكتبة الشاملة)

(٢) عن أنس بن مالك ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: «اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة.
(صحيح البخاري، باب السمع و الطاعة ما لم تكن معصية-رقم الحديث-٧١٤٢ المكتبة الشاملة)

(٣) عن كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.
(سنن الترمذي،رقم الحديث-١٣٥٢ المكتبة الشاملة)

(٤) وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال: أرجو أنه لا بأس به ، وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام وعنه قال: رأيت ابن شجاع يقاطع نساجا ينسج له ثيابا في كل سنة.
(إعلاء السنن، باب أجرة السمسرة-١٦/ ٢٠٨-٢٠٩ المكتبة الأشرفية)

(٥) وفي البزازية و الولوالجية: رجل ضل له شيئ فقال من دلني علي كذا فله كذا فهو علي وجهين: إن قال ذلك علي سبيل العموم بأن قال : من دلني ، فالإجارة باطلة لأن الدلالة و الإشارة ليست بعمل يستحق به الأجر. و إن قال علي سبيل الخصوص بأن قال لرجل بعينه: إن دلني علي كذا فلك كذا: إن مشي له فدله فله أجر المثل للمشي لأجله لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقيد فيجب أجر المثل.
(رد المحتار / كتاب الإجارة، باب فسخ الإجارة-٩/ ١٣٠-١٣١ زكريا)

(٦) والسمسرة اصطلاحا: هي التوسط بين البائع والمشتري، والسمسار هو: الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع، وهو المسمى الدلال، لأنه يدل المشتري على السلع، ويدل البائع على الأثمان. (الموسوعة الفقهية الكويتية-باب السمسرة-١٠/ ١٥١ المكتبة الشاملة)

(٧) ولو كفل رجل عن رجل بمال على أن يجعل له جعلا؛ فالجعل باطل هكذا روي عن إبراهيم - رحمه الله - وهذا؛ لأنه رشوة والرشوة حرام فإن الطالب ليس يستوجب بهذه الكفالة زيادة مال فلا يجوز أن يجب عليه عوض بمقابلته، ولكن الضمان جائز إذا لم يشترط الجعل فيه.
(المبسوط للسرخسي/ كتاب الكفالة بالمال-٢٠/ ٣٢ المكتبة الشاملة)

(٨) لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض.

(الدر المختار/ كتاب الجهاد/ باب البغاة-٦/ ٤١٦ زكريا)

(৯) عاقدین یا بائع اور مشتری کے درمیان معاملات کرانے میں جو شخص اپنا کردار ادا کرتا ہے، اس کو 'سمسار' یا دلال' کہا جاتا ہے اب اگر یہ دلال ایسے معاملات میں ہو جس میں دوسرے کسی فرد یا معاشرے کا نقصان لازم نہ آتا ہو تو باتفاق ائمہ اس کی گنجائش ہے؛ البتہ اگر اس اسے عوام کا نقصان ہو یا لوگوں کے لئے تنگی پیش آئے تو بتقاضائے حدیث: "لا يبيع حاضر لباد" ایسی دلالی مکروہ ضرور ہو گی۔

بہر حال اگر دلالی میں باقاعدہ معاملہ طے ہو اور کسی قسم کی جہالت نہ ہو تو فی نفسہ اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں اور اگر معاملہ مجہول ہو تو مذہب حنفیہ میں اس کو فاسد قرار دیا گیا ہے

(کتاب النوازل-۱۲/۳۷۹-۳۸۰فرید بکڈپو)

(۱۰) مسئلہ صورت میں ایسا معاملہ جس پر حکومت کی طرف سے پابندی لگی ہوئی ہے، اس سے احتراز کرنا چاہئے؛ تاہم جان و مال کے تحفظ کے ساتھ اگر یہ معاملہ کیا جائے تو شرعاً گنجائش ہو گی۔

(کتاب النوازل-۱۲/۴۰۶فرید بکڈپو)

والله أعلم بالصواب.

উত্তর প্রদানেঃ-
মুহাম্মদ যোবায়ের হাসান কাসেমী
দারুল ফিক্বহি ওয়াল ফাতাওয়া
জামিয়া আরাবিয়া রবিউল উলুম ঢাকা
তারিখ:-২৩/০৫/২৪ ঈসায়ী

সত্যায়নেঃ-
মুফতী মুহাম্মদ আলী কাসেমী
প্রধান মুফতী,
জামিয়া আরাবিয়া রবিউল উলূম কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা
মোবাইল-০১৭১৭-৯৪০২৫৪